শ্রীঃ

কল্যাণ মঞ্জুষা

বা

ন্যায় প্রকাশ

বিনিমথ্যরত্ননিকরৈঃ কল্যাণমঞ্জুষিকাং
কল্যাণায় সুধীজনস্য কুরুতে কল্যাণমূর্ত্তিং শিবং
নত্বা গ্রন্থবরেণ তেন সুধিয়ঃ সারাংশমীয়ুর্মুদা
কুতর্কান্ দূরতস্ত্যক্ত্বা পলালমিবধান্যতঃ
সুতর্কাসংপ্রকাশ্যন্তে সম্যক্ সংগৃহ্য যুক্তিতঃ।

প্রক্রন্তা

শ্রীস্বামি ইন্দ্রচন্দ্রেণ নিষ্পন্নঃ।

কলিকাতা
১ নং হেরিংটন ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত দ্বারা প্রকাশিত।
সম্বৎ ১৯৪৫।

শ্রীঃ

স্তুতিঃ।

কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশম্ ত্রিনেত্রম্ চন্দ্রশেখরম্।
শূলটঙ্কগদাচক্রকুন্তপাশধরম্ বিভুম্॥
কৈলাশাদ্রিসমপ্রভম্ শশিকলাভাস্বজ্জটামণ্ডলম্
নাশালোচনতৎপরম্ ত্রিনয়নম্ বীরাসনাধ্যাসনম্।
মুদ্রাটঙ্ককুরঙ্গজানুবিলসৎবাহুপ্রসন্নাননম্
কক্ষাবদ্ধভুজঙ্গমম্ মুনিবৃতম্ বন্দে মহেশম্ পরম্॥

ধবলবপুষমিন্দোর্মণ্ডলেসন্নিবিষ্টঃ-
ভুজগবলয়হারম্ ভস্মমঙ্গম্ দধানঃ।
হরিণপরশুপাণিম্ চারুচন্দ্রার্দ্ধমৌলিম্
হৃদয়কমলমধ্যে সন্ততম্ চিন্তয়ামি॥

শ্রীঃ

শ্রীস্বামি গণেশ অবধূতাচার্য্যরাজরাজেশ্বরস্য
শ্রীপাদুকায়ামর্পণমস্তু।

গুরুদেব!

ভবদীয় বিশুদ্ধ কৃপাকটাক্ষে অস্মদীয় সংসার রূপার্ণবের ভীষণ ঝঞ্ঝা তরঙ্গ হইতে নিমগ্নপ্রায় জীবনতরী উত্থিত ও অনুকূল বাতাশ্রিত হইয়া স্বস্থান প্রাপ্তির মার্গ নির্বীচি হইয়াছে। তন্মহৎ সৎসঙ্গ মদীয় সৌভাগ্যে সংঘটন ব্যতীত কদাচিৎ উহার নিষ্কৃতির উপায় ছিল না। ভাগীরথ্যুদক দ্বারা সিতসিন্ধুরর্চ্চনের ন্যায় এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা যুষ্মদীয় শ্রীপাদপদ্মে উপহৃত হইল। করুণাবিস্তারে শ্রীপদাম্বুজে স্থান প্রদান করিলে কৃতকৃতার্থিত হইব।

উপসংহার কালে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রার্থনা যে, ইহাতে এবং মম দৈনন্দিন বর্ত্তনে যাহা কিছু উপদেশ-বিরুদ্ধাচরণ-অপরাধ ঘটিয়াছে তাহা স্বীয় ক্ষমানুশীল-বৃত্ত্যনুসারে ক্রীত-জীবন শিষ্যোপরি ভবান্ অসীম দয়াংশ-কণা বিতরণে মার্জ্জনা করুণ; অভিশস্তিরিতি।

প্রণতঃ শ্রীস্বামী ইন্দ্রচন্দ্রঃ।

শ্রীঃ

প্রক্রমঃ।

আমি কর্ত্তা নহি বিশ্বাস অমৃতের ভক্ষণ।
আত্ম অভিমান রিপুর পরিণাম মরণ॥

বহু পরিশ্রমের কল্যাণমঞ্জুষা (ন্যায়প্রকাশ) গ্রন্থখানি অদ্য সমাপ্ত হইল। ন্যায়মার্গের আশ্রয় ব্যতীত সত্য ও আর্য্যশাস্ত্রের স্বরূপতত্ত্ব নিরূপণোপায়াভাব। সত্যাসত্যের বিচার ও তর্কের মীমাংসাই ইহার উদ্দেশ্য। পুরাকালীয় আচার্য্যগণের এতদ্বিষয়ে কথঞ্চিৎ মতভেদ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কোন্‌টী অভ্রান্ত ইহা নিশ্চয় করিতে হইলে বিশেষ অনুসন্ধান এবং প্রচুর অধ্যয়ন আবশ্যক।

অধুনা এতদ্দেশীয় ধনাঢ্য ও ব্যবহারোপজীবিগণ মধ্যে পাশ্চাত্য পুস্তকাদি রীতি-নীতি-সভ্যতার যথেষ্ট প্রাদুর্ভাববশতঃ অধিকাংশ ব্যক্তিই তদনুকরণে ব্যস্ত, তাঁহাদের প্রতীতিতে ঋষি-বাক্য সকল "অমূলক বিশ্বাসের" পরিণামে পরিণত!!! সুতরাং সাহায্য ও উৎসাহ অভাবে সংস্কৃতানুশীলন হীনাবস্থা প্রাপ্ত, প্রকৃত অধ্যাপক ও চতুষ্পাঠী নিঃশেষপ্রায়। অগত্যা বঙ্গভাষায় প্রাচীন শাস্ত্রাদির গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশিত না হইলে তদন্তর্গত উপদেশ বাক্য সাধারণের গোচর অসম্ভব। ঋষিপ্রোক্ত আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী যে, কি পরিমাণ পূর্ব্বাপর আলোচনার ফল তাহা স্বল্পে ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। এইক্ষণে পুনর্ব্বার ভারতবাসী-গণ বিশেষ মনোযোগী হইয়া ঋষিদিগের নির্ব্বাচিত ধর্ম্মের সত্যাসত্য নিরূপণের দৃঢ়চেষ্টা না করিলে তাঁহাদের সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দুরবস্থা কেবল অনুকরণ দ্বারা দূরীভূত

হওয়া সম্ভবপর নহে। যাবৎ পূর্ব্বোক্ত দুর্ব্বলতা ভাব বিধ্বংশ না হইতেছে তাবৎ পরাধীনতা শৃঙ্খল মুক্ত হইবার আশা মরিচীকায় তর্ষোপসমের ন্যায়।

সাধারণের অবগতির জন্য এই ন্যায়প্রকাশ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইল। পণ্ডিতসন্নয় প্রতি বক্তব্য এই যে, তাঁহারা ইহা মনোযোগ পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে কথঞ্চিৎ শ্রম সফল হইবে। তাঁহাদিগের এতন্মধ্যে কোন শঙ্কা উৎপন্ন হইলে লিপি অথবা সংবাদপত্র দ্বারা স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে সময়ক্রমে উত্তর দিতে ত্রুটী করিব না।

কলিকাতা
১নং হেরিংটন ষ্ট্রীট।

শ্রীস্বামী ইন্দ্রচন্দ্রঃ
(সিংহাখ্যাতঃ)।

শ্রীঃ

কল্যাণ মঞ্জূষা

বা

ন্যায় প্রকাশ।

প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান, এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হওয়াকেই কল্যাণপ্রাপ্তি বলে। এই ষোড়শ পদার্থের তখনই উত্তমরূপে জ্ঞানলাভ হয়; যখন উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা করা যায়।

প্রশ্ন। উদ্দেশ কাহাকে বলে?

উত্তর। বস্তুর নামকেই উদ্দেশ বলে।

উদাহরণ—যেমন পূর্ব্বোল্লিখিত প্রমাণাদি ষোড়শ নাম। ইহারা সকলেই এবং প্রত্যেকেই এক একটী উদ্দেশ; অর্থাৎ কোন বস্তুর পরিজ্ঞান হওনের নিমিত্ত এক একটী সংজ্ঞা আবশ্যক করে, ঐ সংজ্ঞাকেই নাম বা উদ্দেশ বলে।

প্রশ্ন। উদ্দেশ কথা শুনিলে আমি কি বোধ করিব?

উত্তর। বস্তুর নাম মাত্র জ্ঞানকেই উদ্দেশ বলে।

উদাহরণ—যেমন গ আর ও এই দুই বর্ণ শুনিলে "গো" এই নাম মাত্রই পরিজ্ঞান হয়। কেননা ঐ বস্তু দেখা যাইতেছে না কেবল নাম মাত্রই শ্রুতিগোচর

হওয়া সম্ভবপর নহে। যাবৎ পূর্ব্বোক্ত দুর্ব্বলতা ভাব বিধ্বংশ না হইতেছে তাবৎ পরাধীনতা শৃঙ্খল মুক্ত হইবার আশা মরিচীকায় তর্ষোপসমের ন্যায়।

সাধারণের অবগতির জন্য এই ন্যায়প্রকাশ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইল। পণ্ডিতসন্নয় প্রতি বক্তব্য এই যে, তাঁহারা ইহা মনোযোগ পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে কথঞ্চিৎ শ্রম সফল হইবে। তাঁহাদিগের এতন্মধ্যে কোন শঙ্কা উৎপন্ন হইলে লিপি অথবা সংবাদপত্র দ্বারা স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে সময়ক্রমে উত্তর দিতে ক্রুটী করিব না।

কলিকাতা
১নং হেরিংটন ষ্ট্রীট। }

শ্রীস্বামী ইন্দ্রচন্দ্রঃ
(সিংহাথ্যাতঃ)।

শ্রীঃ

কল্যাণ মঞ্জুষা

বা

ন্যায় প্রকাশ।

প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান, এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হওয়াকেই কল্যাণপ্রাপ্তি বলে। এই ষোড়শ পদার্থের তখনই উত্তমরূপে জ্ঞানলাভ হয়; যখন উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা করা যায়।

প্রশ্ন। উদ্দেশ কাহাকে বলে?

উত্তর। বস্তুর নামকেই উদ্দেশ বলে।

উদাহরণ—যেমন পূর্ব্বোল্লিখিত প্রমাণাদি ষোড়শ নাম। ইহারা সকলেই এবং প্রত্যেকেই এক একটী উদ্দেশ; অর্থাৎ কোন বস্তুর পরিজ্ঞান হওনের নিমিত্ত এক একটী সংজ্ঞা আবশ্যক করে, ঐ সংজ্ঞাকেই নাম বা উদ্দেশ বলে।

প্রশ্ন। উদ্দেশ কথা শুনিলে আমি কি বোধ করিব?

উত্তর। বস্তুর নাম মাত্র জ্ঞানকেই উদ্দেশ বলে।

উদাহরণ—যেমন গ আর ও এই দুই বর্ণ শুনিলে 'গো' এই নাম মাত্রই পরিজ্ঞান হয়। কেননা ঐ বস্তু দেখা যাইতেছে না কেবল নাম মাত্রই শ্রুতিগোচর

হইয়াছে, তন্নিমিত্ত বর্ণদ্বারা নির্ম্মিত সংজ্ঞাকেই উদ্দেশ বলে।

প্রশ্ন। উদ্দেশ শব্দ পরিজ্ঞান হওনের কোন্ ইন্দ্রিয় কারণ?

উত্তর। উদ্দেশ শব্দের জ্ঞান শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা হয়, তজ্জন্য শ্রবণেন্দ্রিয়ই উহার কারণ। দর্শন এবং স্পর্শেন্দ্রিয় ভিন্ন কেবল শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যে নাম মাত্র জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানকেই উদ্দেশ বলে।

প্রশ্ন। লক্ষণ কাহাকে কহে?

উত্তর। যাহা সাধারণ নহে, এবং ধর্ম্মবচন*ও হয় তাহাকে লক্ষণ বলে।

ভাবার্থ—ঐ চিহ্ন এমন হওয়া উচিত যে, যেখানে দৃষ্টিগোচর হইয়াছে সেই খানেই হইবে, অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হইলে লক্ষণ সংজ্ঞা হইবে না।

উদাহরণ—যেমন গোরুর গো-গলকম্বল আছে।

প্রশ্ন। গো-গলকম্বল কাহাকে বলে?

উত্তর। গোরুর গল দেশে যে চর্ম্ম দোদুল্যমান থাকে, উহাকে গো-গলকম্বল অথবা সাস্না বলে। এই সাস্না গো ভিন্ন অন্য কোথায়ও দৃষ্টিগোচর হয় না। এবম্ভুত চিহ্ন সকলকে লক্ষণ কহে।

---

* সত্য বচন।

প্রশ্ন। পরীক্ষা কাহাকে বলে ?

উত্তর। লক্ষিত বস্তুর লক্ষণের বিচার করা, এবং সেই বিচারকেই পরীক্ষা কহে।

উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষার বিষয়ে সবিশেষ পরিজ্ঞান না জন্মিলে প্রথমোক্ত ষোড়শ প্রকার পদার্থের জ্ঞান উত্তমরূপে জন্মিতে পারে না। এই কারণে প্রথমেই এই তিন বিষয় বিশেষরূপে অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। ঐ ষোল পদার্থের মধ্যে প্রথম পদার্থ যে প্রমাণ তাহার নিরূপণ করা যাইতেছে।

অথ প্রমাণ নিরূপণ।

প্রমার করণকে প্রমাণ বলে।

প্রশ্ন। প্রমা কাহাকে কহে, আর প্রমার করণ কাহাকে বলে, এই দুই প্রশ্নের উত্তর বিশদরূপে বলুন ?

উত্তর। যথার্থ অনুভবকে প্রমা বলে।

প্রশ্ন। আপনি "যথার্থ" এই অক্ষর কয়েকটী অনুভবের প্রথমে যে বলিলেন, উহা ব্যবহার করিবার প্রয়োজন কি ? কেবল অনুভব বলিলেইত অভীষ্ট সিদ্ধ হইত ?

উত্তর। যথার্থ বলিবার আবশ্যক এই যে, জ্ঞান দুই প্রকার; প্রথম যথার্থ, দ্বিতীয় অযথার্থ জ্ঞান; তন্মধ্যে অযথার্থ জ্ঞান তিন ভাগে বিভক্ত;—সংশয়, বিপর্য্যয়, তর্ক।

প্রশ্ন। সংশয় কাহাকে বলে?

উত্তর। কোন বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইলে উহা বৃক্ষ কি না এই সন্দেহকে সংশয় বলে।

প্রশ্ন। বিপর্য্যয় কাহাকে বলে?

উত্তর। বিপরীতকে বিপর্য্যয় কহে।

উদাহরণ—যেমন দূর হইতে কোন পত্রহীন বৃক্ষ দৃষ্টি-গোচর হইলে উহাকে মনুষ্য বা অন্য কোনরূপ কল্পনা করাকেই বিপর্য্যয় বলে। উল্লিখিত বৃক্ষকে বৃক্ষ ব্যতীত অন্য কোন বস্তু বোধ করাকেই বিপর্য্যয় বলে।

প্রশ্ন। তর্ক কাহাকে বলে?

উত্তর। যেমন দুইজন গমনশীল মনুষ্য গমন কালীন পথিমধ্যে কোন ভগ্ন বৃক্ষের কেবল স্কন্ধদেশ মাত্র দর্শন করিল, এবং একজন উহাকে মনুষ্য বোধে অপরকে বলিল যে উহা মনুষ্য, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহা স্বীকার না করিয়া উহা মৃত্তিকাপিণ্ড এইরূপ বলিল, ইহাতে দুই জনের মতের অনৈক্যতাপ্রযুক্ত যে বাদানুবাদ হইল তাহাকেই তর্ক বলে। অপর চতুর্থ যে স্মৃতিজ্ঞান ইহাও অযথার্থ জ্ঞান।

উদাহরণ—যেমন কোন দেশ ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি এবং বর্ত্তমান সময়ে সেই দেশের দর্শন বিষয় স্মৃতিপথে উদিত হইল, এই উদয় অর্থাৎ স্মৃতি অযথার্থ; কারণ বর্ত্তমান সময়ে সেই দেশ পূর্ব্ববৎ অবস্থায় অবস্থিত আছে

কি না ইহা কে বলিতে পারে? সুতরাং এইপ্রকার স্মৃতিজ্ঞান অযথার্থ জ্ঞান।

সংশয়, বিপর্য্যয়, তর্ক ও স্মৃতি এই চারিজ্ঞান রহিত যে স্থির (ঠিক) জ্ঞান তাহাকে যথার্থ জ্ঞান বলে।

যেমন দূর হইতে বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইলে দর্শন মাত্রেই উহাকে বৃক্ষ বলিয়া যে জ্ঞান জন্মে এই জ্ঞানকে যথার্থ অনুভব বলে। এইরূপ যথার্থ অনুভবকে প্রমা বলে।

প্রশ্ন। প্রমার বিষয়ে পরিজ্ঞান লাভ হইল এইক্ষণ করণ কাহাকে বলে?

উত্তর। কার্য্যের সাধককে কারণ বলে। আর যাহা কর্ত্তৃক ঐ কার্য্য বিশেষ রূপে সম্পন্ন হয় তাহাকে করণ বলে।

প্রশ্ন। কারণ কাহাকে বলে ইহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন?

উত্তর। যাহা নিয়মিত রূপে কার্য্যের পূর্ব্বে থাকে, আর যাহা না হইলে কার্য্য সম্পন্ন হয় না, তাহাকেই কারণ বলে।

উদাহরণ—যেমন সুত্র, তানা, বেম প্রভৃতি বস্ত্রের কারণ, ইহার ভাবার্থ এই যে, এই সকল দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত হয়। আর এই সমস্ত দ্রব্য বস্ত্র বয়ন করিবার পূর্ব্বে হইতেই থাকে, আর ঐ সকল বস্তু ব্যতিরেকে বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে না, ইহাকে নিয়ম বলে। অর্থাৎ ইহার

কোন দ্রব্যের অভাব হইলে বস্ত্র বয়ন কার্য্য সম্পন্ন হয় না। যাহা হইতে কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহাকে কারণ বলে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, যাহা কার্য্যের পূর্ব্বে নিয়ম পূর্ব্বক থাকে এবং যাহা ব্যতিরেকে কার্য্য সম্পন্ন হয় না তাহাকে কারণ বলে। যেমন সূত্র, তানা, বেম প্রভৃতি বস্ত্র বয়ন করিবার পূর্ব্বে নিয়ম পূর্ব্বক থাকে এবং উহার কোনটীর অভাবেই বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে না; এই নিমিত্ত ইহাদিগকে বস্ত্রের কারণ বলে।

প্রশ্ন। বস্ত্র প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে যদ্যপি কোন গর্দ্দভ তথায় উপস্থিত হয়, তবে ঐ গর্দ্দভ বস্ত্র প্রস্তুতের পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সে কি বস্ত্রের কারণ হইবে? যেহেতু বস্ত্র প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে সে উপস্থিত, আর বস্ত্র প্রস্তুত হইলে সে বহন করিবে; অতএব ঐ গর্দ্দভ বস্ত্রের কারণ হয় না কেন?

উত্তর। ঐ গর্দ্দভ বস্ত্রের পূর্ব্ব হইতে আছে বটে, কিন্তু ঐ গর্দ্দভে এমন কোন নিয়ম নাই যে, তাহার অভাবে বস্ত্র বয়ন কার্য্যের বাধা জন্মিতে পারে; সুতরাং ঐ গর্দ্দভ বস্ত্রের কারণ কিরূপে হইবে। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যাহা নিয়ম পূর্ব্বক কার্য্যের পূর্ব্বে থাকে এবং যাহার কিয়ৎ পরিমাণেও অভাব হইলে কার্য্য সম্পন্ন হয় না তাহাকে কারণ বলে। কিন্তু গর্দ্দভের অভাবে বস্ত্র বয়ন কার্য্যের কোন ব্যাঘাত হয় না, সুতরাং ঐ গর্দ্দভ কোন

রূপেই বস্ত্র বয়নের কারণ হইতে পারে না। কারণ গর্দ্দভে উক্ত নিয়ম না থাকা হেতু গর্দ্দভ বস্ত্রের কারণ হইতে পারে না।

প্রশ্ন। বস্ত্রের সূত্রের বর্ণ নিয়ম পূর্ব্বক বস্ত্র প্রস্তুত হইবার পূর্ব্ব হইতে আছে উহাও তবে বস্ত্রের কারণ?

উত্তর। সূত্রের বর্ণ বস্ত্রের বর্ণের কারণ। উহা বস্ত্র প্রস্তুতের কারণ নহে। তবে ইহাই সিদ্ধ হইল যে, যাহা পূর্ব্ব হইতে নিয়ম পূর্ব্বক আছে, আর যাহার অভাবে কার্য্য সম্পন্ন হয় না তাহাকেই কারণ বলে।

ইতি কারণ নিরূপণ।

প্রশ্ন। কার্য্য কাহাকে বলে?

উত্তর। যাহা নিয়ম পূর্ব্বক কারণের পশ্চাতে উৎপন্ন হয় আর অন্য নিয়মে হয় না তাহাকে কার্য্য বলে।

বৈদান্তিক মহাশয়েরা কারণের অন্য প্রকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু ঐ লক্ষণ নির্দ্দোষ নহে। উঁহা-দিগের কৃত লক্ষণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

"যাহা কার্য্যের অন্বয়-ব্যতিরেকের হেতু তাহাকে কারণ বলে।"

প্রশ্ন। অন্বয় কাহাকে বলে?

উত্তর। যাহা হইতে হয় তাহাকে অন্বয় কহে।

উদাহরণ—যেমন দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হয়।

প্রশ্ন। ব্যতিরেক কাহাকে বলে ?

উত্তর। যাহা না হইলে হয় না তাহাকে ব্যতিরেক কহে।

উদাহরণ—যেমন দুগ্ধ না হইলে দধি হয় না, ইহাকে ব্যতিরেক বলে।

এই সিদ্ধান্ত স্থির সিদ্ধান্ত নহে, কেন না যে বস্তু নিত্য এবং ব্যাপক উহারও প্রস্তুতের কারণ আছে ও থাকিবে, যাহা নিত্য এবং ব্যাপক বস্তু তাহা অবশ্যই আছে ও থাকিবে; উহা না থাকিতে পারে না। যেমন কাল ও আকাশ। ইহারা সর্ব্ব সময়ে আছে ও নিত্য, কিন্তু ইহাদিগের না থাকা কোন রূপেই প্রতিপন্ন হইতে পারে না। এই নিমিত্ত বৈদান্তিকগণ-নির্ব্বাচিত কারণের লক্ষণ ভ্রমপূর্ণ, উহা কখনই কারণের লক্ষণ হইতে পারে না। যেহেতু উহাদিগের মতে কারণের লক্ষণ হওয়া এবং না হওয়া, এই উভয়গুণ-বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। বৈদান্তিকগণের এই মত দ্বারা কারণে অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয়েরই স্থিতি আবশ্যক। উহার একটীর অভাব হইলে ঐ মতে কারণ নিষ্পন্ন হইল না সুতরাং ঐ লক্ষণ ভ্রমমূলক।

বৈদান্তিকগণের মতানুসারে কাল ও আকাশ অন্বয় সম্পন্ন কিন্তু ব্যতিরেক বিহীন সুতরাং উহাদিগের

লিখিত কারণের লক্ষণ অসম্ভব। এইজন্য পূর্ব্ব-বর্ণিত কারণের লক্ষণ সত্য, ভ্রমরহিত এবং নির্ভুল।

কারণ তিন প্রকার; যথা, সমবায়, অসমবায়, নিমিত্ত। যে কারণে কার্য্য মিলিত হইয়া সম্পন্ন হয় ঐ কারণকে সমবায়-কারণ বলে।

উদাহরণ—সূত্র বস্ত্রের সমবায়-কারণ। সূত্র কারণ, বস্ত্র কার্য্য। বস্ত্র সূত্রের সহিত মিলিত হইয়া [illegible] হয় কিন্তু সূত্র বস্ত্র হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, এই নিমিত্ত উহাকে সমবায়-কারণ বলে। তুর্য্যাদি (তানা ইত্যাদি) বস্ত্রের নিমিত্ত-কারণ। যেহেতু উহারা বস্ত্র হইতে স্বতন্ত্র থাকে। যেমন সূত্র বস্ত্রের কারণ, তদ্রূপ উহারাও বস্ত্রের কারণ কেন না হয়? নিমিত্ত কারণ কেন হয়? উত্তর এই যে, সূত্র বস্ত্রের সহিত সর্ব্বদা মিলিত থাকে। তুর্য্যাদির বস্ত্র প্রস্তুত হইবার পর হইতে ঐ বস্ত্রের সহিত সম্বন্ধ রহিত হয়। এই জন্য উহারা বস্ত্রের নিমিত্ত-কারণ মাত্র। সমবায় কারণ হইতে পারে না।

সম্বন্ধ দুই প্রকার, সংযোগ ও সমবায়। তুর্য্যাদির সম্বন্ধ সংযোগ-সম্বন্ধ, আর আয়ুত-সিদ্ধির * যে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায়-সম্বন্ধ কহে।

---

* যাহা দুই বস্তুর মধ্যে বিনাশ অবস্থার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একটী দ্বিতীয়টীর পরস্পরের ও উভয়ের আশ্রয়াবলম্বন করিয়া থাকে ঐ দুই বস্তুর একীভূত সংযোগ সম্বন্ধকে আয়ুত-সিদ্ধ বলে।

উদাহরণ—যেমন অবয়ব আর অবয়বী গুণ ও গুণী, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্, জাতি ও ব্যক্তি, বিশেষ ও নিত্য-দ্রব্য। ইহারা অবয়বাদির সহিত ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের আশ্রিত আছে। বিনাশ সময়ে এক ক্ষণের জন্য বিভিন্ন হইয়া যায়। আশ্রয় নষ্ট হইলে আশ্রিত বস্তুও নষ্ট হয়। যেমন সুত্রের অগ্রে বিনাশ হইলে প[illegible] বস্ত্র নষ্ট হয়, গুণীর মৃত্যু হইলে গুণ নষ্ট হয় (অর্থাৎ গুণীর মৃত্যুর পরে গুণ এই শব্দ বলিতে যে সময় লাগে তাহারই পরিমাণ ক্ষণ ধরা হইয়াছে)। সূত্র এবং বস্ত্র এই উভয় অবয়ব ও অবয়বী এই নিমিত্ত ইহাদিগের সম্বন্ধকে সমবায়-সম্বন্ধ বলে। কারণ উহারা আয়ুত-সিদ্ধ। আর তুর্য্যাদির যে সম্বন্ধ তাহাকে সংযোগী-সম্বন্ধ বলা যায়। কারণ ইহারা আয়ুতসিদ্ধ নহে, এই নিমিত্তই সমবায়ও নহে। কারণ বস্ত্র তুরীর আশ্রয়ে কি তুরী বস্ত্রের আশ্রয়ে থাকে না। এই নিমিত্তই ইহা-দিগের সংযোগ-সম্বন্ধ। সমবায়-সম্বন্ধ নহে। এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, সুত্রের সহিত মিলিত হইয়া বস্ত্র প্রস্তুত হয়, ঐ সুত্র ও বস্ত্রের সম্বন্ধকেই সমবায়-কারণ বলে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, যে কারণের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহাকেই সমবায়-কারণ বলে। ইহাতে সুত্র কারণ এবং বস্ত্র কার্য্য হইল। সুত্র বস্ত্রের সমবায়-কারণ, আর তুর্য্যাদি ও বস্ত্র প্রস্তুত করিবার

দ্রব্য সকল বস্ত্রের নিমিত্ত-কারণ। বস্ত্র আপন রূপাদির সমবায়-কারণ। এইরূপ মৃত্তিকা পিণ্ড ঘটের সমবায়-কারণ। ঘট আপন রূপাদির সমবায়-কারণ।

প্রশ্ন। যেমন ঘটাদি উৎপত্তি সময়ে কারণ ও কার্য্য অবগত হওয়া যায় না। যেহেতু প্রথমে কারণ ও পশ্চাতে কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয়। ঘট ও ঘটের রূপ একত্রেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাদিগের কারণ কার্য্য-ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যেমন গাভীর শৃঙ্গদ্বয় এক সময়েই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরন্তু উহাদিগের কার্য্য-কারণ-ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যেহেতু একটী শৃঙ্গ ভঙ্গ হইলে অপরটী ভঙ্গ হয় না। ইহাতে রূপাদি সমবায়-কারণ নহে, ইহা প্রতিপন্ন হইল। যেহেতু সমবায়ি কারণে কারণ বিশেষরূপে বর্ত্তমান থাকে।

উত্তর। দেখ গুণ ও গুণীর এক সময়ে উৎপত্তি হয় না। প্রথম ক্ষণে নির্গুণ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তৎপশ্চাৎ তাহার রূপাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে। আর যদি এক সময়ে গুণ ও গুণীর উৎপত্তি স্বীকার কর, তবে ঐ দুয়ের কারণ সামগ্রী একই, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ইহাদ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইল যে, গুণী ও গুণ সর্ব্বদা একত্রেই থাকে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কারণ স্বতন্ত্র করিলে কার্য্য পৃথক্ হইয়া থাকে। প্রথম ক্ষণে ঘট নির্গুণ উৎপন্ন হয়, তৎপরে তাহার রূপাদি জন্মিয়া

থাকে। এই নিমিত্ত ঘট রূপাদির কারণ। সিদ্ধ হইল যে, ইহাদিগের কারণও স্বতন্ত্র। ঘটের ঘট কারণ হইতে পারে না। কেননা ঐ ঘট একটী মাত্র বস্তু। উহাতে পূর্ব্ব ও পরভাব নাই। সুতরাং ঘট আপনার গুণের কারণ, কিন্তু তাহার নিজের কারণ সে নহে।

প্রশ্ন। যদি আপনি ঘটকে প্রথমক্ষণে নির্গুণ স্বীকার করেন, তবে ঘট দৃষ্টিগোচর না হওয়াই আবশ্যক, কারণ রূপসম্পন্ন দ্রব্যই দৃষ্টিগোচর হয়, রূপবিহীন দ্রব্য কখনই দেখা যায় না। যেমন বায়ু দেখিতে পাওয়া যায় না। যে দ্রব্য বৃহৎ এবং রূপবিশিষ্ট তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ঘট কোন দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু গুণবিশিষ্ট হইলেই তাহাকে দ্রব্য বলে।

উত্তর। যদিও প্রথম ক্ষণে অতি সূক্ষ্মতম ঘট দৃষ্টিগোচর হয় নাই, তাহাতে কোন হানি নাই। আর যদি ঘটকে গুণবিশিষ্ট বলিয়া উৎপন্নের বিষয় মান্য কর, তাহা হইলে ঐ ঘট প্রথম ক্ষণে কখনই দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহাতে নিশ্চয় হইল যে ঘট প্রথম ক্ষণে নির্গুণ হইয়াই উৎপন্ন হইয়াছে, দ্বিতীয়াদি ক্ষণে দৃষ্টিগোচর হইল। প্রথম ক্ষণে ঐ ঘটশব্দ দ্রব্য ছিল না এরূপ হইতে পারে না। যাহা কোন দ্রব্যের সমবায়-কারণ হয় তাহাও কোন দ্রব্যের লক্ষণ হইতে পারে। আর

গুণাশ্রয়ের যোগ্যতাও উহাতে বর্ত্তমান থাকে। যাহাতে গুণের অত্যন্ত অভাব না হয়, তাহাকে গুণাশ্রয় কহে। যাহা প্রথমে হয় নাই, বর্ত্তমানেও নাই ও ভবিষ্যতেও হইবে না, তাহাকে অত্যন্ত অভাব বলে।

উদাহরণ—যেমন বালুকা হইতে কখন তৈল উৎপন্ন হয় নাই বা এইক্ষণেও নাই ভবিষ্যতেও হইবে না।

অসমবায়ের কারণ।

যাহা সমবায়-কারণে থাকে ও যে কার্য্যকে সমবায়-কারণ করে, এবং অসমবায়-কারণও করে, তাহাকে অসমবায়-কারণ বলে। যেমন সুত্রের মিলন বস্ত্রের অসমবায়-কারণ। সুত্র বস্ত্রের সমবায়-কারণ, আর সুত্রের পরস্পর মিলনকে অসমবায়-কারণ বলে।

প্রশ্ন। সুত্রের পরস্পর মিলনকে কেন কারণ বলে?

উত্তর। বস্ত্র কার্য্য, আর বস্ত্র উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেই সুত্রের মিলন নিয়ম পূর্ব্বক থাকে; ও সুত্রের মিলন ব্যতীত বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে না। কারণের লক্ষণ সুত্রের মিলনে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই নিমিত্ত সুত্রের মিলনই কারণ। মিলন সমবায়-কারণে আছে বলিয়া তাহাকে অসমবায়-কারণ বলে। সুত্রের বর্ণ বস্ত্রের বর্ণের অসমবায় কারণ, যেহেতু বস্ত্রের বর্ণের পূর্ব্বে সুত্রের বর্ণ থাকে, আর তাহাতেই বস্ত্রের বর্ণের উৎপত্তি হয়।

প্রশ্ন। যদি বস্ত্রের বর্ণ, অসমবায়-কারণ হয়, তবে বস্ত্রস্থিত অন্য ধর্ম্মাদিকেও অসমবায়-কারণ বলা উচিত? তাহা না হইলে সূত্রের বর্ণ কিরূপে বস্ত্রের বর্ণের অসমবায়-কারণ হইল?

উত্তর। বস্ত্রেতে যে সকল ধর্ম্ম থাকে, তাহা পরম্পরাক্রমে বস্ত্র প্রস্তুতের পশ্চাৎ স্থিত, সেই নিমিত্ত তাহাতে কারণত্ব পাওয়া যায় না, বস্ত্রের সমবায়-কারণ যে সূত্র, তাহাতে স্থিত যে রূপ, তাহা পরম্পরাক্রমে বস্ত্রে থাকে, এই নিমিত্ত ইহাকেও অসমবায়-কারণ বলে।

নিমিত্ত কারণ।

যাহা সমবায় ও অসমবায় নহে, অথচ কারণ হয় তাঁহাকেই নিমিত্ত-কারণ বলে। যেমন বেম, তুরী ও বস্ত্রবয়নকারী, ইহারা বস্ত্রের নিমিত্ত কারণ। সমবায়-কারণ ভাব-বস্তুতে থাকে, অভাব বস্তুতে থাকে না। কিন্তু নিমিত্ত কারণ, অভাবেতেও বর্ত্তমান থাকে। এইজন্য উহাকে নিমিত্ত-কারণ বলে। যে কারণ কোন বস্তু প্রস্তুতে প্রবলরূপে কার্য্যকারী হয়, তাহাকে করণ বলে।

উদাহরণ—যেমন মৃগয়া কালীন মৃগের বধ সম্বন্ধে বধকারী ব্যক্তি কারণ, আর ধনুও কারণ, কিন্তু বাণ করণ। যেহেতু ধনুর্ধারী ও ধনুক অপেক্ষা বাণ অধিক পরিমাণে কার্য্যকারক; কেননা ধনুর্দ্ধারী ধনু হস্তে গ্রহণ

করত ধনুকে বাণ যোজনা করে, পরে মুষ্টি আকর্ষণ পূর্ব্বক বাণ পরিত্যাগ করে। বাণ, বধ্য প্রাণীকে হনন করে। ধনুর্দ্ধারী ও ধনু অপেক্ষা বাণ, অধিক পরিমাণে কার্য্যকারী বলিয়া উহা করণ হইল। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, যাহাদ্বারা কার্য্য অধিক পরিমাণে সম্পন্ন করা যায় তাহাকে করণ বলে। এই জন্য প্রমার করণকে প্রমাণ বলে। যথার্থ অনুভবকে প্রমা বলে। আর যে, যথার্থ অনুভবের উৎকৃষ্ট কারণ হয় তাহাকে করণ কহে। সুতরাং সিদ্ধ হইল যে, প্রমার করণকে প্রমাণ বলে।

বেদান্তোক্ত প্রমাণের লক্ষণ।

"যে বস্তুর জ্ঞান নাই ঐ বস্তুর জ্ঞান যদ্দ্বারা উৎপন্ন হয় তাহাকে প্রমাণ বলে"।

এই লক্ষণ বিশুদ্ধ নহে কি নিমিত্ত তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

উদাহরণ—যেমন প্রথম ঘট, কোন ব্যক্তির দৃষ্টিপথে পতিত হইল, এবং ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বে কখনও কোন ঘট দেখে নাই, এই তাহার প্রথম ঘট-দর্শন। উহা দর্শন জ্ঞানের চক্ষুই প্রমাণ হইল। কারণ নেত্র ঐ দ্রব্য দর্শন করিয়াছে, আর যে পর্য্যন্ত ঐ ঘট সম্মুখে উপস্থিত থাকিবে সেই পর্য্যন্ত বারম্বারই, প্রথম ক্ষণে যে ঘটের জ্ঞান, তাহা অজ্ঞানিত ঘটের জ্ঞান বটে, সত্য, কিন্তু দ্বিতীয় তৃতীয়

ক্ষণের যে ঘট-জ্ঞান, তাহা জানিত ঘটের জ্ঞান, কিন্তু বৈদান্তিকেরা প্রমাণের লক্ষণে এমন লিখিয়াছেন যে, অজানিত বস্তুর জ্ঞান যদ্দারা হয় তাহাকেই প্রমাণ বলে। কিন্তু জানা বস্তুকে যে জানা হইল তাহাতে পুর্ব্বোক্ত লক্ষণ অপ্রামাণিক হইল।

আর যদি বলা যায় জানা বস্তু বারম্বার দর্শনে নূতন নূতন জ্ঞান হয়। কারণ ঐ বস্তু বারম্বার দর্শনে উহা ক্ষণে ক্ষণে পুরাতন হইয়া যায়। কিন্তু উহাতে কোন এমন নিয়ম নাই যে, এইক্ষণে উহা পুরাতন হইয়াছে।

যেহেতু প্রত্যেক ক্ষণে ঘটের দর্শনজ্ঞান পরিবর্ত্তনের কাল অতিসূক্ষ্ম, উহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হয় না, তবে ক্ষণের পরিবর্ত্তন সময়, অনুমান দ্বারা মান্য করিতে হইল, আর যদি এক এক ক্ষণের কার্য্যকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মান্য করা যায়, তবে দুই বিস্তারিত অঙ্গুলীর মিলন সময়, চারি ক্ষণ হয়। প্রথম ক্ষণে অঙ্গুলীর নিকটবর্ত্তী হওয়ার ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় ক্ষণে যে স্থানে ছিল সেই স্থান পরিত্যাগ করে, তৃতীয় ক্ষণে যথাস্থানে উপস্থিত হয়, চতুর্থ ক্ষণে মিলিত হয়। তাহা হইলে এই চারি ক্ষণকে একক্ষণ জ্ঞান করিতে হয়? কিন্তু চারি ক্ষণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চারি জ্ঞান হওয়া উচিত। কোন কোন স্থানে সূক্ষ্ম ক্ষণ কে অনুমান করিতে হয়, কোথাও বা চারি ক্ষণকে এক ক্ষণ জ্ঞান করিতে হয়, অতএব এই মত স্থির নহে

তন্নিমিত্ত ইতিপূর্ব্বে যে লক্ষণ স্থির করা গিয়াছে তাহাই সত্য। প্রমার যে করণ, সেই প্রমাণ।

প্রশ্ন। প্রমা (যে সত্য নবীন জ্ঞান,) কিনা (যে অবগত হইবে আর যে বস্তুর অবগতি হইবে) এইরূপ অনেক কারণ আছে। ঐ সকল কারণও, করণ হওয়া আবশ্যক?

উত্তর। যদিও অবগত হইবার ব্যক্তি ও অবগত হইবার বস্তু, উভয়ে উপস্থিত থাকে তাহা হইলেও দর্শনেন্দ্রিয়াদির সহিত বস্তুর সংযোগ না হইলে জ্ঞান জন্মে না। ইন্দ্রিয় ও তাহার অর্থের মিলনই প্রমার করণ। আর সমস্তই কারণ। যে প্রমার করণ হয় তাহাকে প্রমাণ বলে। ঐ প্রমাণ চারি প্রকার। ১ম প্রত্যক্ষ, ২য় অনুমান, ৩য় উপমান, ৪র্থ শব্দ। এই চারিটীর মধ্যে যেটী দ্বারা সাক্ষাৎ জ্ঞান হয় তাহাকে করণ বলে। যাহা ইন্দ্রিয়েতে হয় তাহাকে সাক্ষাৎ জ্ঞান কহে। যেমন কেহ বলিল হস্তী ঈদৃশ, এইরূপ শব্দ শ্রবণে হস্তী সম্বন্ধে কোন জ্ঞান লাভ হইল না, কিন্তু যখন দৃষ্টিগোচর হইল তখন, ইহাকে হস্তী বলে এমত জ্ঞানোৎপন্ন হয়। এই সাক্ষাৎ জ্ঞান দুই প্রকার ১ম নির্ব্বিকল্প, ২য় সবিকল্প। যে জ্ঞান উত্তমরূপে হয় না তাহাকে নির্ব্বিকল্প জ্ঞান কহে। যে জ্ঞান উত্তমরূপে জন্মে তাহাকে সবিকল্প জ্ঞান বলে। সবিকল্প জ্ঞানের করণ তিন প্রকার। কোন সময়ে ইন্দ্রিয় করণ হয়, কোন সময়ে

ইন্দ্রিয় ও তাহার অর্থ উভয়ের মিলন করণ হয়, কোন সময়ে জ্ঞানই করণ হয়।

প্রথমে আত্মা ও মন মিলিত হয়। পরে ইন্দ্রিয় ও মন মিলিত হয়। তৎপরে নেত্রাদি ইন্দ্রিয়, বস্ত্বাদি অর্থের সহিত মিলিত হয়। ইন্দ্রিয় অর্থের সহিত মিলিত হইলে জ্ঞান হয় ইহাই নিয়ম। প্রথমে ইন্দ্রিয় ও অর্থের মিলন দ্বারা জাত্যাদি রহিত নির্ব্বিকল্প জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন প্রথমে কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর হইলে তাহার জাতি ও তাহার নাম অবগত হওয়া যায় না। কেবল এইমত জ্ঞান জন্মে যে ইহা কোন দ্রব্য; এই জ্ঞান, নিশ্চ-য়তা রহিত জ্ঞান। কেননা এরূপ নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না যে, ইহা অমুক বস্তু। ইন্দ্রিয় এইরূপ জ্ঞানের করণ। যেমন কোন দ্রব্য কর্ত্তনের জন্য কুঠারী।

যেমন কোন বস্তুকে কুঠারের কর্ত্তন করাই করণ, সেইরূপে এক ইন্দ্রিয় দ্বারা একই জ্ঞানলাভ হয়; যেরূপ নেত্র ইন্দ্রিয় কোন বস্তুকে দর্শন করিলে তাহাতে কেবল দর্শন মাত্রেরই জ্ঞান হয়। আমি কিছু দেখিলাম কিন্তু কি দেখিলাম তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইল না। কেবল দর্শন মাত্রই নেত্রেন্দ্রিয়ের করণ। ইহার ভাবার্থ এই যে, এক জ্ঞানের এক ইন্দ্রিয়ই করণ। ইন্দ্রিয় ও অর্থের মিলনকে ব্যাপার বলে। যেমন কুঠারীর কাষ্ঠের উপর পতন হওয়া ব্যাপার, আর কাষ্ঠ-কর্ত্তন কুঠারীর ফল।

এইরূপ ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের মিলন হওয়াকেই ব্যাপার বলে। ইহা অবশ্য কোন বস্তু, এই জ্ঞান হওয়া সেই ইন্দ্রিয়ের ফল। যখন ইহা জ্ঞান হয় যে ইহা কোন বস্তু, আর তৎপরে ইহা অমুক বস্তু এই জ্ঞানেতে, যে ইন্দ্রিয় ও অর্থের মিলন হয় তাহাকে করণ বলে। আর ইহা কোন বস্তু, এই জ্ঞান মধ্যে, ব্যাপার আছে। নাম, জাতি ও গুণের সহিত যে জ্ঞান হয়, (যেমন এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, ইহার শ্যামবর্ণ, ইহা ফল ইত্যাদি)। এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইবার পশ্চাতে ইহা গ্রাহ্য করা, অথবা ইহা ত্যাগ করা ইত্যাদি জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কোন বস্তুতে এতদুভয় জ্ঞানও হয় না, কেবল উদাসীনতাই থাকে। এই তিন জ্ঞান মধ্যে ইহা কোন দ্রব্য বটে, এই জ্ঞানকে নির্ব্বিকল্প জ্ঞান বলে। এই নির্ব্বিকল্প জ্ঞানকে করণ বলে। ইহা ব্রাহ্মণ, ইহা কোন দ্রব্য এই জ্ঞানকে সবিকল্প জ্ঞান বলে ও ইহা জ্ঞানমধ্যস্থ ব্যাপার। আর পূর্ব্বোক্ত ঐ তিনটি বুদ্ধির ফল। কোন কোন আচার্য্য ইন্দ্রিয়কে করণ বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহাদিগের মতে অন্য সমস্তই ব্যাপার, ইন্দ্রিয়ই করণ। আর সাক্ষাৎ জ্ঞানের উদ্ভবকারক ইন্দ্রিয় ও অর্থের মিলনকে সম্বন্ধ বলে। এই সম্বন্ধ ছয় প্রকার, সংযোগ, সংযুক্ত সমবায়, সংযুক্ত সমবেত-সমবায়, সমবায়, সমবেত-সমবায়, বিশেষণ বিশেষ্য ভাব।

উদাহরণ—নেত্র যখন ঘট দেখে সে সময় নেত্রের ঘটের সহিত মিলন হয়। ইহার নাম সংযোগ সম্বন্ধ। এইরূপ মন, দেহ মধ্যস্থ ইন্দ্রিয়, সেই মন যখন আত্মার বিচার করে, তখন আত্মার সহিত তাহার সংযোগ হয়; উহাকেও সংযোগ-সম্বন্ধ বলে। আর যখন ঘটের রূপ দর্শন হয়, যে এই ঘট লাল বর্ণ, এইরূপ জ্ঞানকে সংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধ বলে। কেননা নেত্র ও ঘটের সম্বন্ধ সংযুক্ত সম্বন্ধ, আর ঘটের রূপ, ঘটের সমবায়; এই নিমিত্ত উহাদিগের সম্বন্ধকে সংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধ বলে। এইরূপ আত্মাস্থিত সুখ, দুঃখ, এই জ্ঞান সংযুক্ত-সমবায়। কেননা আত্মাতে সুখাদির সমবায় আছে এই নিমিত্ত মন ও সুখাদি সম্বন্ধকে, সংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধ বলে।

ঘটস্থিত যে পরিণাম (প্রাচীনত্ব) তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভের জন্য বিশেষরূপে চারি প্রকারের সম্বন্ধ করণ আছে। সংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধ হওয়াতেও দূরস্থিত ঘট, নবীন অথবা প্রাচীন এই জ্ঞান হইতে পারে না। যখন ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মতম অংশের সহিত ঘটের সূক্ষ্মতম অংশের মিলন, ও ঘটের সূক্ষ্মতম অংশের সহিত ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মতম অংশের মিলন হয়, তখন ঘটস্থিত রূপ, ও রূপস্থিত জাতি, এই সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান জন্মে সেই জ্ঞানকে সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সম্বন্ধ বলে।

প্রশ্ন। সংযুক্ত সমবেত-সমবায় সম্বন্ধ কিরূপে হইল?

উত্তর। নেত্র ও ঘটের মিলন সংযুক্ত সম্বন্ধ, আর ঘট-স্থিত রূপ সমবায় সম্বন্ধ, ঘটস্থিত রূপের নিত্যত্বই সমবেত সম্বন্ধ, (আর রূপস্থিত রূপত্বজাতির সমবায় সম্বন্ধ)। এই নিমিত্ত ইহাকে সংযুক্ত-সমেত-সমবায় বলে। শ্রবণেন্দ্রিয়ে শব্দ জ্ঞান হওয়াকেই সমবায় সম্বন্ধ বলে।

কর্ণে আকাশ বর্ত্তমান আছে, আর আকাশে নিত্য-সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইয়া শব্দ বর্ত্তমান আছে, আর ঐ শব্দে, শব্দত্ব জাতি আছে, এই জন্য উহাকে সমবেত-সমবায় বলে।

প্রশ্ন। বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব-সম্বন্ধ কাহাকে বলে?

উত্তর। কোন গৃহে ঘট ছিল উহাতে ঘট নাই এই জ্ঞানকে বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব সম্বন্ধ বলে। কেননা নেত্রে যে বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না উহাকে অভাব বলে। যে গৃহে ঘট ছিল ঐ গৃহ, দৃষ্টিগোচর হইতেছে, কিন্তু ঘট, দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। ঘটের অভাবই বিশেষণ বিশেষ্য। অভাব ঐ গৃহের বিশেষণ, আর ঐ গৃহ বিশেষ্য। এইরূপ যে সমস্ত অভাব সম্বন্ধ হইবে তাহারা বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব বিশিষ্ট। এই সকলের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গণনার বিষয় নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ইন্দ্রিয় দ্বারা দুই প্রকার জ্ঞান লাভ হয়, সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প, ঐ জ্ঞানের করণ তিনপ্রকার। আর সম্বন্ধ ছয় প্রকার। উহাদিগের উদাহরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

প্রত্যক্ষ খণ্ড সমাপ্ত।

অনুমান খণ্ড।

চিহ্ন দ্বারা বস্তুর জ্ঞানকে অনুমান বলে।

উদাহরণ—যেমন অগ্নির ধূম্র চিহ্ন। ধূম্র দৃষ্টিগোচর হইলে অগ্নির বিষয় যে জ্ঞান হয়, উহাকে অনুমিতি বলে। অনুমিতির যে উৎকৃষ্ট সাধক তাহাকে অনুমান বলে। যেমন এই গৃহে ধূম্র আছে ইহা দ্বারা সেই গৃহে অগ্নির স্থিতি, (বর্ত্তমান) এই জ্ঞান হয়। অনুমিতি জ্ঞান পঞ্চ অবয়বে বিভক্ত। প্রথমে রন্ধন সময়ে ধূম্র দৃষ্ট হয়, দ্বিতীয় বারম্বার দর্শনে অগ্নি ব্যতীরেকে ধূম্র হয় না ইহা নিশ্চয় করা। ৩য় পর্ব্বতাদি স্থানে ধূম্র দর্শন। ৪র্থ অগ্নি বিনা ধূম্র হয় না ইহা স্মরণ হয়। ৫ম ঐ ধূম্র বিশিষ্ট স্থানে অগ্নি আছে ইহা নিশ্চয় করা।

যে স্থানে কোনরূপে উপাধি অবগত হওয়া যায় না, সেই স্থানে অনুমিতি জ্ঞান হইবে না। যে স্থানে অগ্নি হইতে ধূম্র উৎপন্ন হয়, ঐ স্থানে যেমন বলা হইল যে, অগ্নি দ্বারা ধূম্র উৎপন্ন হইতেছে, কিন্তু ধূম্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে সিক্ত ইন্ধন* উপাধি বিশিষ্ট। আর যে সমস্ত সিক্ত দ্রব্য অগ্নি সংযোগ হয় উহারাও ঐরূপ উপাধি বিশিষ্ট। কেননা সিক্ত কাষ্ঠাদি ব্যতীত অগ্নিতেই ধূম্র উৎপন্ন হয়

---

* আর্দ্র কাষ্ঠ।

না। যেমন লোহার গোলা অগ্নি সংযোগে লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট হয় কিন্তু উহাতে ধূম্র নির্গত হয় না। ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, যে স্থানে নিয়ম পুর্ব্বক অগ্নি আছে, সেই স্থানে ধূম্রের নিয়ম থাকিবে না।

প্রশ্ন। যে পঞ্চম জ্ঞানকে আপনি অনুমিতি বলেন উহা রন্ধন সময়ের ধূম্র দৃষ্টি হইলেই সমীপস্থ সত্ত্বেও অনুমিতি জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক?

উত্তর। প্রথম দর্শন সময়ে অগ্নি ও ধূম্রের একত্র থাকার নিয়ম জানা নাই; ইহা স্বীকার করা যাইতেছে যে, নিত্য দর্শনে ও নিয়ম অবগত হইলেও অগ্নি প্রত্যক্ষ আছে, এই জন্য আমার ধূম্র অনুমান করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ অগ্নি ও কাষ্ঠাদি সংযোগে ধূম্র উৎপন্ন হয়, ইহা আমার অগ্নি অনুমান করিবার নিমিত্ত প্রয়োজন হয় না; কারণ উহা আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি। সুতরাং সিদ্ধ হইল যে, যেস্থানে সন্দেহ উপস্থিত হয় সেই স্থানেই অনুমান করিতে হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুমান দুই ভাগে বিভক্ত, একটী নিজের জ্ঞানের নিমিত্ত, দ্বিতীয়টী অপরকে বুঝাইবার জন্য। প্রথমে যে পাঁচ জ্ঞানের বিষয় লিখিত হইয়াছে উহা নিজের বুঝিবার নিমিত্ত। অপর ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য পাঁচ, অবয়ব বিশিষ্ট বাক্য আছে, তাহার বিষয় নিম্নে লিখিত হইতেছে।

১ম। এই পর্ব্বত আগ্নের।

২য়। এই পর্ব্বত ধূম্রবিশিষ্ট বলিয়া ইহা অগ্নিবিশিষ্ট।

৩য়। যে যে স্থানে ধূম্র আছে সেই সেই স্থানেই অগ্নি আছে।

৪র্থ। জ্বলন্ত চুলি।

৫ম। এই পর্ব্বতও ধূম্রবিশিষ্ট বলিয়া অগ্নিবিশিষ্ট। এই পর্ব্বতে ধূম দৃষ্টিগোচর হইতেছে বলিয়া উহাতে অগ্নি আছে।

এই পাঁচ প্রকার বাক্য দ্বারা প্রমাণ হইল যে ধূম্র-বিশিষ্ট পর্ব্বত অগ্নি সম্পন্ন হওয়াই উচিত। পর্ব্বতের ধূম্রযুক্ত হওয়াটি হেতু। এই হেতুকে অন্বয়-ব্যতিরেকী হেতু বলে। ধূমযুক্ত বস্তু অগ্নিবিশিষ্ট, অগ্নিবিশিষ্ট বস্তু ধূমবিশিষ্ট। এই হেতু, অন্বয়-ব্যতিরেক সম্পন্ন। উহাতে উভয়েরই মিলন আছে। যাহা ধূম্রযুক্ত তাহা অগ্নি-বিশিষ্ট, যে স্থানে ধূম্র নাই সেই স্থানে অগ্নিও নাই। যে বস্তুতে ধূম্র নাই ঐ বস্তুতে অগ্নিও নাই। অনিত্য বস্তুর উৎপাদনকারীই তাহার হেতু। যে বস্তু সর্ব্বদা থাকে, তাহার হওয়াতে যে দৃষ্টান্ত হয় তাহাও হেতু। কিন্তু উহা কেবলান্বয়ী। যে বস্তু জানা থাকে ঐ বস্তু নাম-সংযুক্ত। যেমন ঘট আর উহার দৃষ্টান্তও আছে। যে বস্তু জানা নাই উহার নামও নাই। উহাতে দৃষ্টান্তও নাই। এই নিমিত্ত এই হেতুকে কেবলান্বয়ী হেতু বলে। যে বস্তু

হওয়াতে, উহার দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে কেবল ব্যতিরেক-হেতু বলে। যেমন পৃথ্বী অন্য হইতে পৃথক্ কেননা উহা গন্ধবতী। আর যাহাতে গন্ধ নাই তাহা পৃথ্বী নহে। যেমন জল। ঐ তিন প্রকার হেতু হইতে যাহা পৃথক্ হয়, তাহাকে হেত্বাভাস কহে। উহার পাঁচ প্রকার নাম ও লক্ষণ; এবং অনুমানের পাঁচ অবয়বের নাম ও লক্ষণ ব্যবহারে প্রচার নাই। কেবল নৈয়ায়িকগণের বাক্যমাত্র। তন্নিমিত্ত তাহা এস্থানে লিখিত হইল না।

অনুমান খণ্ড সমাপ্ত।

উপমান খণ্ড।

জানা বস্তুর উপমা দ্বারা অজানিত বস্তুর বোধ হয়; এমন উপমাকে উপমান-প্রমাণ বলে।

উদাহরণ—যেমন কোন ব্যক্তি রোজ* নামক পশু দেখে নাই কিন্তু লোকমুখে অবগত হইল যে, রোজ নামে এক পশু আছে, উহা তাহার পরিচিত গো সদৃশ। যদ্যপি ঐ ব্যক্তি কখন বনমধ্যে গমন করে এবং গো অবয়বাদির সহিত অধিকাংশ মিলে, এমন কোন পশু তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় তাহা হইলে ইতিপূর্ব্বে যে রোজ

---

* গলকম্বল-শূন্য গো-সদৃশ, বনগরু।

পশুর বিষয় সে শুনিয়া ছিল তাহা তাহার স্মৃতি পথে উদিত হয়, এবং উহার স্থির জ্ঞান হয় যে, ইহা রোজ পশু। এইরূপ জ্ঞানকে উপমিতি বলে। পূর্ব্ব শ্রুত বাক্য দ্বারা ঐ জ্ঞান লাভ হইল বলিয়া ঐ শ্রুত বাক্যের স্মরণ রোজের জ্ঞানের কারণ। এই জ্ঞান, উপমান-জ্ঞান।

উপমান খণ্ড সমাপ্ত।

শব্দ খণ্ড।

শব্দ আকাশের গুণ, উহা দুই প্রকার, ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক।

বর্ণরহিত শব্দকে ধ্বন্যাত্মক বলে। যেমন মেঘ-গর্জ্জন ও তোপধ্বনি ইত্যাদি।

বর্ণযুক্ত শব্দকে বর্ণাত্মক বলে। যেমন পদ, বচন ইত্যাদি। বর্ণের যোগে পদ, পদের যোগে বচন হয়। বচন দুই প্রকার সত্য ও মিথ্যা। আপ্তের * বচন সত্য ও তাহাই প্রমাণ।

আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও সন্নিধি এই তিন দ্বারা বাক্যের অর্থ বোধ হয়। অন্যথা হয়না।

দুই পদের পরস্পর অপেক্ষাকে আকাঙ্ক্ষা কহে।

---

* সত্য বক্তাকে আপ্ত বলে।

যে বস্তু আনয়ন সাধ্য তাহাকে যোগ্যতা বলে।

অপেক্ষিত পদের পরস্পর মিলন হওয়াকে সন্নিধি বলে।

উদাহরণ—যেমন জল আন। ইহাতে দুই পদ আছে; জল ও আন এই দুই পদের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা আছে। আর জলের সহিত "আন" এই পদের যোগ্যতা আছে। এই দুইয়ের পরস্পর মিলন আছে। আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও সন্নিধি এই তিন সম্বন্ধ বিশেষ না হইলে কোন বাক্যের অর্থ হয় না। যেমন জল এই শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র ভৃত্য দ্বিতীয় পদের আকাঙ্ক্ষা করিবে যে, জল কি করিব? অর্থাৎ সে কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিবে না। আর যদ্যপি কর্ত্তা বলেন যে, আন, ইহা শুনিয়াও ভৃত্যের ঐ রূপ আকাঙ্ক্ষা জন্মে যে, কি আনিব, ইহা জানিতে অভিলাষী হয়; কিন্তু সে যদি এইরূপ শব্দ শ্রবণ করে যে, জল আন, তাহা হইলে তাহার আর অন্য কোন শব্দ শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। আর যদ্যপি অগ্রে জল ও কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া, আন বলা হয়, তাহাতেও কোন অর্থজ্ঞান হয় না, কেননা দুই পদের মিলন হয় নাই। দুই পদের পরস্পর মিলন হওয়াকেই সন্নিধি কারণ বলে।

এই নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও সন্নিধি এই তিন ভিন্ন, শব্দের অর্থ জ্ঞান হয় না। ভাবার্থ এই যে,

অর্থজ্ঞান সত্য ও মিথ্যা উভয় প্রকার বাক্যতেই জন্মিয়া থাকে। কিন্তু প্রমাণ সত্যকেই বলে।

শব্দ খণ্ড ব্যাখা সম্পূর্ণ।

প্রমাণ চারি প্রকার হয়। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ। এই চারি প্রমাণ ব্যতীত অন্য প্রমাণ নাই। বৈদান্তিকেরা যে অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি প্রমাণ মান্য করেন, তাহা অনুমানের অন্তর্গত।

এই চারি প্রমাণ দ্বারা যাহা জানা যায় তাহাকে প্রমেয় বলে। বৈদান্তিক গ্রন্থকারগণ ঐ প্রমেয়কে অনেক প্রকারে মান্য করিয়াছেন। পরন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে (অধুনাতন) যে নূতন মত প্রচলিত হইয়া বর্ত্তমানে ব্যবহৃত হইতেছে, তদ্বিষয় প্রশ্নোত্তরে লিখিত হইতেছে।

প্রশ্ন। যদি আপনি এরূপ বলেন যে, যাহা জানা যায়, তাহাই প্রমেয়, তাহা হইলে এই চারি প্রমাণকেও তো জানা যায়, এবং এই চারি প্রকার প্রমাণ দ্বারাই, প্রমাণ জানা যায়। ইহা ব্যতীত অন্য কোন কিছু দ্বারা যদি জানা যায়, তবে তাহাকে ভিন্ন প্রমাণ বলিয়া মান্য করুণ? আপনি যাহাকে ভিন্ন প্রমাণ মনে করিবেন তাহাতে সন্দেহ উৎপন্ন হইবে, কেননা যাহাকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিবেন, তাহা কাহা দ্বারা জানা যাইবে?

উত্তর। যেমন ঐ চারিটী প্রমাণই অন্য সমস্ত বস্তু জানিবার প্রমাণ, তেমনই আপনাকে জানিবার আপনিই প্রমাণ।

উদাহরণ—যেমন প্রদীপ অন্য সমস্ত দ্রব্যকে প্রকাশমান করে, তেমনই, আপনারও প্রকাশক। কেননা যেমন প্রদীপের প্রকাশেই প্রদীপ দেখা যায় অথচ ঐ প্রদীপ দর্শন নিমিত্ত কিছু দ্বিতীয় প্রদীপের প্রয়োজন হয় না। এইরূপই পূর্ব্বোক্ত চারি প্রমাণও, অন্য বস্তুর নিশ্চয়ের প্রমাণ, আপনাদিগেরও সেইরূপ প্রমাণ। আর যদি তুমি ইহা ব্যতীত অন্য প্রমাণ মান্য কর, তবে উহাকে প্রমাণ করিতে প্রমাণান্তরের আবশ্যক হইবে, আবার তাহাকে প্রমাণ করিতে অন্য প্রমাণের প্রয়োজন, তাহা হইলে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হইবে। তন্নিমিত্ত ইহারা স্বয়ংই পরস্পরের নিশ্চয়ের প্রমাণ ইহাই সিদ্ধান্ত হইল।

প্রশ্ন। যদি উহাদিগকে স্বতঃই প্রমাণ বলে, তবে ইহা বৃক্ষ, ইহা মনুষ্য, এইরূপ সংশয় হওয়া অনাবশ্যক। কেননা যদি প্রমাণে ভ্রম থাকিল তবে তাহাকে প্রমাণ বলা যাইতে পারে না?

উত্তর। তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য, কিন্তু যতক্ষণ ইন্দ্রিয় ও বস্তু এই উভয়ের মিলন না হইবে, ততক্ষণ ভ্রম থাকিবে। ইন্দ্রিয় ও বস্তু এতদুভয়ের মিলন চারি প্রকার তাহা পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সহিত

বস্তুর উভয় রূপ মিলন না হওয়াই ভ্রমের কারণ। প্রমেয় দুই প্রকার, ভাব ও অভাব। ভাব বস্তু ছয় প্রকার। উহাদিগের নাম ও স্বরূপ ক্রমে লিখিত হইতেছে। ঐ ছয় প্রকার পুনঃ দুই ভাগে বিভক্ত, ১ম নিত্য (সর্ব্বদা স্থায়ী)। ২য় কার্য্যস্বরূপ (যাহা সর্ব্বদা থাকে না)। যাহা নিত্য এবং যাহার কখন ধ্বংস হয় না তাহাকে পরমাণু বলে। ঐ পরমাণু অতি সূক্ষ্ম রূপের নাম।

উদাহরণ—যেমন কোন গৃহের ছিদ্র দিয়া সূর্য্য রশ্মি গৃহমধ্যে পতিত হইলে ঐ রশ্মিতে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তু উড়িতে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার এক একটীকে পরমাণু বলে।

প্রশ্ন। যদি আপনি ঐ সূর্য্য-রশ্মিস্থিত সূক্ষ্ম অংশ-গুলিকে পরমাণু মান্য করেন, তাহা হইলে ঐ পরমাণুরও অংশ হইয়া অদৃশ্য থাকিতে পারে; তবে ঐ অদৃশ্য অংশকেই পরমাণু বলা উচিত। সেই জন্য আপনার কথিত সূর্য্য-রশ্মিস্থিত ঐ সূক্ষ্ম অংশগুলি পরমাণু নহে?

উত্তর। পরমাণু—(পরম+অনু) যাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম অংশ আর নাই তাহাকে পরমাণু বলে। যদি তুমি বল যে সূর্য্য-রশ্মিস্থিত আমার কথিত সূক্ষ্ম অংশ বিভক্ত হইতে পারে, সেই নিমিত্ত ঐ সূক্ষ্ম অংশ কখনই পরমাণু হইতে পারে না; তাহার উত্তর এই যে তবে উহা কেন আমার দৃষ্টিগোচর হয় না? তুমি কিরূপে অবগত

হইলে যে, উহার অংশ হইয়াছে ; তাহা তোমার কিরূপে জ্ঞান হইল ?

অতএব আমি যাহাকে পরমাণু বলিতেছি তাহাই পরমাণু, আর তদপেক্ষা যে সমস্ত পদার্থ স্থূল বোধ হইবে তাহা পরমাণু-সমষ্টি। যদি তুমি ইহা অপেক্ষা অন্য কোন রূপ পরমাণুর প্রমাণ দিতে পার তবে এই প্রশ্নের উত্তর দেও। তুমি যে পরমাণুর বিষয় বলিতেছ তাহা তোমার কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা অবগত হইয়াছ ? ইহার উত্তরে যদি বল যে মন-ইন্দ্রিয়ের অনুমান দ্বারা উহার জ্ঞান লাভ হয় ব্যতীত, অন্য কোন রূপ উহার অস্তিত্বের বিষয় অবগত হওয়া যায় না। কিন্তু মনের সহিত কোন্ ইন্দ্রিয়ের যোগ হইয়া ঐ জ্ঞান লাভ হইল, তাহার অনুমিতি বল ? তাহার উত্তর এই, প্রথমে মন দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া কোন স্থূল বস্তু দর্শন করে, ও উত্তরোত্তর ঐ দ্রব্যের অংশ সকল দৃষ্টি করিতে থাকে, পরে ঐ দ্রব্যের দৃষ্টির অগোচর অংশের অনুমান করিতে প্রস্তুত হয়। তাহা হইলে দৃষ্টিগোচর পদার্থ দর্শনে যদি দৃষ্টির অগোচর পদার্থের অনুমান কর, তাহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। যেহেতু দৃষ্টিগোচর পদার্থের প্রমাণ দিতে পার, কিন্তু দৃষ্টির অগোচর পদার্থের প্রমাণ দিতে পার না। সেই জন্য তোমার কথিত ঐ সূক্ষ্ম অংশ পরমাণু নহে। আমার কথিত পরমাণুই পরমাণু, তাহা ব্যতীত

অন্য কোন রূপেই পরমাণুর অস্তিত্বের প্রমাণ হইতে পারে না। কেননা ইন্দ্রিয় অগোচর বস্তু কিরূপে বিভক্ত হইবে, এবং তাহার স্থিতির বিষয় কিরূপে স্বীকার করিব। যদি কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই উহার জ্ঞান না হয়, তবে উহা পরমাণুই নহে। সেই জন্য মদুক্ত পরমাণুই পরমাণু, উহা অবিভক্ত ও নিত্য। এবং উহা পৃথিবীর সূক্ষ্মস্বরূপ।

ভাব বস্তু ছয় প্রকার। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। ইহাদিগের লক্ষণ লিখিত হইতেছে। যাহাতে গুণ ও ক্রিয়া বর্ত্তমান থাকে তাহাকে দ্রব্য বলে। ঐ দ্রব্য নয় প্রকার পৃথ্বী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিশা (দিক্) আত্মা ও মন, ইহাদিগের মধ্যে যাহাতে গন্ধ বর্ত্তমান আছে তাহাকে পৃথ্বী বলে। এই পৃথ্বী তিন প্রকার, ভোগ্য শরীর, ইন্দ্রিয় ভোগের করণ ও ভোগ্য বিষয়। পৃথিবীর শরীর পৃথিবীতেই থাকে। পৃথ্বী শরীরে, অর্দ্ধেক পৃথ্ব্যাংশ, অপর অর্দ্ধেকে জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ থাকে। পৃথিবীর ইন্দ্রিয় নাসিকাতে থাকে, উহার নাম ঘ্রাণ। সুগন্ধ দুর্গন্ধ জ্ঞান উহা দ্বারাই হয় এবং ইন্দ্রিয় ভোগের ইহাই করণ। যাহাতে গৃহাদি নির্ম্মাণ ও ক্ষেত্রাদি হয় এবং যাহাতে সর্ব্বদা বাস ও ভ্রমণ করা যায়; তাহাকে বিষয় রূপা পৃথ্বী বলে। এইরূপ জল, তেজ, বায়ু ইহারাও নিত্য এবং অনিত্য। প্রলয় কালে

সকলই ঐ পরমাণু রূপে পরিণত হয়। অনিত্য তিন ভাগে বিভক্ত ইহাদিগের উদাহরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। এই নিয়মানুসারে জল তিনভাগে বিভক্ত। জলও দুই প্রকার নিত্য আর অনিত্য। যাহা পরমাণুরূপ তাহা নিত্য। আর যাহা কার্য্যরূপ তাহা অনিত্য। জলের ইন্দ্রিয় জিহ্বাতে থাকে এবং তাহার নামই রসনা। এবং উহা দ্বারাই ষড় রসের জ্ঞান হয় অর্থাৎ মিষ্ট, অম্ল, কটু, তিক্ত, কষায়, লবণ রস বোধ হয়। জলের শরীর জলেই থাকে। উহার অর্দ্ধভাগে জল, অপরার্দ্ধে পৃথ্বী, তেজ ও আকাশ থাকে। বিষয় রূপ জল, পান ও স্নানাদি কার্য্যে লাগে। এইরূপ তেজের স্বরূপ সূর্য্যে থাকে। উহাতেও পূর্ব্ব রীত্যনুসারে চারি তত্ত্ব আছে। তেজের ইন্দ্রিয় চক্ষু, উহা নেত্রেই থাকে। শুক্ল, নীল, পীত, হরিত, লোহিত, কপিশ, চিত্র (ষট মিশ্রবর্ণ)। চক্ষু দ্বারা এই সাত প্রকার বর্ণের দর্শন জ্ঞান হয়। তেজের বিষয় চারি প্রকার, প্রথম ভৌমিক (যাহা ইন্ধনে থাকে,) দ্বিতীয় দিব্য, (যাহা আকাশে থাকে, যাহাকে বিদ্যুৎ বলে) উহা জলকে দগ্ধ করে। তৃতীয় ঔদরীয় (যাহা ভক্ষ্যবস্তুকে পরিপাক করে,) ভক্ষ্য-বস্তুর অভাব হইলে দোষ,* ধাতু,† প্রাণ‡ ইহাদিগকে

---

* বাত, পিত্ত, কফ।

† রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র।

‡ প্রাণবায়ু।

পরিপাক করিতে থাকে। চতুর্থ খনিজ (রত্ন হীরকাদি); এই সমস্ত তেজের বিষয়। এইরূপ বায়ু, রূপরহিত হইয়াও স্পর্শ জ্ঞানগোচর হয়; উহাতেও যথারীতি এই চারি তত্ত্ব মিশ্রিত আছে। দেহস্থ বায়ুর ইন্দ্রিয় ত্বক্। এই ত্বক্ সমস্ত শরীর আচ্ছাদন করিয়া আছে। ইহাদ্বারা শীতল, উষ্ণ, ও সম, এই তিন প্রকার অর্থের জ্ঞান লাভ হয়। বায়ুর বিষয়, শরীরের ভিতর থাকে, উহারা প্রাণ, উদান, অপান, সমান, ব্যান এই সকল নামে অভিহিত। শরীরের বহিস্থিত বায়ু দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সম্পন্ন হয়।

আকাশ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এই নিমিত্ত নিত্য। যাহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ উহার কখন নাশ হয় না। যাহা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র তাহারও নাশ হয় না, আর যাহা অতি বৃহৎ বা অতি ক্ষুদ্র নহে তাহারই নাশ হইয়া থাকে। ইহাই নিয়ম। আকাশের শরীর ছায়া। আকাশের ইন্দ্রিয় শ্রোত্র, (উহা কর্ণে থাকে), শব্দের জ্ঞান উহাদ্বারা হয়। শরীরের মধ্যস্থ আকাশ (শূন্যস্থান) আকাশের বিষয়। উহা বাহির ভিতর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছে।

যাহা দ্বারা কিছু হইয়াছে ও কিছু হইবে, তাহাকেই কাল বলে, উহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, নিত্য ও অবিনাশি। উহা সমস্ত বস্তুর পরিবর্ত্তনের কারণ। যাহার আশ্রয় দ্বারা ইহা নিকট, ইহা দূর, এই ব্যবহার হয়, তাহাকে দিক্ (যাহা ঊর্দ্ধে, অধোতে নাই ও যাহা তির্য্যক্ জ্ঞান তাহাকে

দিক্) বলে। উহা দ্বিতীয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া আট নামে অভিহিত হয়। ইহাও বৃহৎ ও নাশ রহিত। আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, এবং উহা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় জ্ঞানের অভিমান যুক্ত, এবং বাণি, হস্ত, পদ, লিঙ্গ, গুহ্য এই পঞ্চ কার্য্যেন্দ্রিয়ের প্রেরক। ইহা আছে, ইহা নাই, ইহা ছোট, ইহা বড়, ইহা শরীরের সমান; এইরূপ অনেক মত আছে। নৈয়ায়িকগণের মতে আত্মা দুই প্রকার; জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মা শরীর বিশেষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ও উহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। শরীর পরিবর্ত্ত হয় কিন্তু জীবাত্মার কখনই পরিবর্ত্তন হয় না। পরমাত্মা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, এক ও সকলের ঈশ্বর। এবং উহা উত্তমাধম ফল প্রদান কর্ত্তা। এই পরমাত্মার বিচারই সকল শাস্ত্রের ফল। উহা বহু বিস্তারিত, তাহার বিষয় গ্রন্থান্তরে লিখিত হইবে। সুখাদি আকাঙ্ক্ষী দেহের মধ্যে যে বস্তু আছে তাহাই মন। এই মন সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র এই নিমিত্ত উহাও অবিনশ্বর। যে যে স্থানে মন আত্মার সহিত মিলিত হয়, সেই সেই স্থানেই জ্ঞান লাভ হয়। নিদ্রিতাবস্থায় বাহ্যেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া রহিত হয় এবং মন সেই সময় স্বপ্ন উৎপন্ন করে। ইহা পৃথক্ পৃথক্ শরীরে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় থাকে। ইহার কখনই নাশ হয় না। এই নিমিত্ত ইহাও নিত্য।

নবদ্রব্য নিরূপণ সম্পূর্ণ।

চতুর্ব্বিংশতিগুণ ব্যাখ্যা।

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, বুদ্ধি, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সংস্কার। এই চতুর্ব্বিংশতি গুণ দ্রব্যে থাকে।

রূপাদি চতুর্ব্বিংশতি গুণতে রূপত্বাদি চতুর্ব্বিংশতি জাতি থাকে। যাহা দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা দৃষ্টিগোচর হয় ঐ গুণকে রূপ বলে (১)। যাহা জিহ্বা দ্বারা অবগত হওয়া যায় ঐ গুণকে রস বলে (২)। ইহা ছয় প্রকার (মধুর, অম্ল, কটু, লবণ, তিক্ত, কষায়) ইহারা পৃথিবীতে থাকে। যাহা ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় ঐ গুণকে গন্ধ বলে (৩)। ইহা পৃথিবীতে থাকে। যাহা শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা অবগত হওয়া যায় (ঐ গুণকে) শব্দ কহে (৪)। ইহা আকাশে থাকে এবং দুই প্রকার (ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক)। যাহা ত্বক্ ইন্দ্রিয় দ্বারা বোধ হয় তাহাকে স্পর্শ বলে (৫)। শীত, উষ্ণ, সম (না শীতল না উষ্ণ,) এই তিন প্রকার গুণ; পৃথ্বী, জল, তেজ, বায়ু এই চারি দ্রব্যে থাকে। সম পৃথিবীতে ও বায়ুতে থাকে। এই তিন গুণ পৃথিবীতে পরিণামে পরিবর্ত্তনশীল হইয়া বর্ত্তমান থাকে। যাহা এক দুই ইত্যাদি রূপে ব্যবহার করা যায় তাহাকে সংখ্যা বলে (৬)। এই

সংখ্যা নয় দ্রব্যে থাকে। এক হইতে এই সংখ্যা পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত হয়। একত্ব নিত্য দ্রব্যে সর্ব্বক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। আর অনিত্ব অনিত্বে থাকে, দুই হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্তই অনিত্য। ইহা দীর্ঘ ইহা প্রস্থ এইরূপ ব্যবহারের জ্ঞানকে পরিমাণ বলে(৭)। উহা নয় দ্রব্যে নিত্যে নিত্য ও অনিত্যে অনিত্য রূপে থাকে। পরিমাণ চারি প্রকারে বিভক্ত। অণু, মহৎ, হ্রস্ব ও দীর্ঘ। ইহা, ইহা হইতে পৃথক্ এই ব্যবহারের হেতুকে, পৃথক্ গুণ বলে(৮)। উহা সকল দ্রব্যে থাকে। এই দুইটী নির্ম্মল, এইরূপ ব্যবহারের গুণকে সংযোগ বলে (৯)। ইহাও সকল দ্রব্যে থাকে। মিলিত-বস্তু, স্বতন্ত্র করা গুণকে, বিভাগ গুণ বলে (১০)। বিভাগ দুই প্রকার কারণ-বিভাগ, অকারণ-বিভাগ, যেমন পদ্ম পত্র মূল হইতে স্বতন্ত্র হইলে পুনর্ব্বার তাহাতে যুক্ত হইতে পারে না, এইরূপ হওয়াকে কারণ বিভাগ বলে। যাহা অকারণ পৃথক্ হইয়া যায় এবং পুনর্ব্বার মিলিত হয় তাহাকে অকারণ বিভাগ বলে। যেমন পদ্মপুষ্প দিবসে প্রস্ফুটিত এবং রাত্রিকালে মুদিত হয়। বিভাগ গুণ সমস্ত বস্তুতেই বর্ত্তমান থাকে। ইহা বৃহৎ, ইহা ক্ষুদ্র, ইহা নিকটবর্ত্তী, ইহা দূরবর্ত্তী, এইরূপ ব্যবহারের হেতুকে পরত্ব-গুণ বলে (১১)। এই পরত্ব জ্ঞান একাদশ প্রকারে (আট দিক্ ও তিন কাল) উহাও সকল দ্রব্যে থাকে। দিক্ ও কাল এই দুই প্রকারে

পরত্ব অপরত্ব ব্যবহৃত হয়। দূরবর্ত্তী দিক্ পরত্ব, আর নিকটবর্ত্তী দিক্ অপরত্ব(১২)। বৃহৎ জ্ঞানে কালই পরত্ব, ক্ষুদ্র জ্ঞানে কাল অপরত্ব-গুণ হয়। যাহা পতিত হইবার সময় অগ্রে পতিত হয় তাহার গুণকে গুরুত্ব বলে(১৩)। গুরুত্ব পৃথিবী ও জলে আছে। পরত্ব ও অপরত্ব; পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এই সকলে থাকে। চূর্ণাদি বাহিত হইবার কারণকে দ্রবত্ব বলে (১৪)। উহা দুই প্রকার সাংসিদ্ধিক, নাস্বত-নৈমিত্তিক। যাহা জলেতে থাকে তাহাকে সাংসিদ্ধিক বলে। যাহা অগ্নি সংযোগে দ্রব হয় তাহাকে নাস্বত-নৈমিত্তিক কহে। যে দ্রবত্ব পৃথিবীতে ও তেজে থাকে তাহাকে নাস্বত-নৈমিত্তিক বলে। পৃথিবীর দ্রবত্ব ঘৃতাদি। তেজের দ্রবত্ব সুবর্ণাদি। চূর্ণাদির পিণ্ড যাহা দ্বারা সংঘটিত হয় তাহাকে স্নেহ বলে (১৫)। এই স্নেহ কেবল জলেই থাকে। পিণ্ড, ঘৃত সংযোগে প্রস্তুত হয় কিন্তু অগ্নি সংযোগে উহা বিস্তারিত হইয়া পড়ে। যাহা সকলের ভাল বোধ হয় এবং যাহা সকলে ইচ্ছা করে তাহাকে সুখ বলে (১৬)। উহা আত্মাতে থাকে। ঐ সুখ পরমাত্মায় নিত্য ও জীবাত্মায় অনিত্য রূপে বর্ত্তমান থাকে। যাহা সকলের মন্দ লাগে ও যাহাকে সকলে ভয় করে ঐ গুণকে দুঃখ বলে(১৭)। ইহা জীবাত্মায় বর্ত্তমান থাকে। যাহা হইতে সুখের প্রাপ্তি ও দুঃখের নিবৃত্তি হয় সেই গুণকে ইচ্ছা বলে(১৮)।

উহা আত্মায় থাকে। ঐ ইচ্ছা ঈশ্বর সম্বন্ধে নিত্য, আর জীব সম্বন্ধে অনিত্য। যাহা হইতে পরিত্যাগ করিবার বুদ্ধি হয় সেই গুণকে দ্বেষ বলে (১৯)। উহা জীবাত্মায় থাকে। সম্পূর্ণ ব্যবহারে কারণ যে গুণ, তাহাকে বুদ্ধি বলে এবং উহাকে জ্ঞানও বলে (২০)। উহা আত্মাতে থাকে। পরমাত্মায় নিত্য, জীবাত্মায় অনিত্য হয়। যাহা দ্বারা সকল কার্য্য করা যায় ঐ গুণকে প্রযত্ন বলে (২১)। উহা আত্মায় থাকে। উহা ঈশ্বর সম্বন্ধে নিত্য আর জীব সম্বন্ধে অনিত্য। যাহা হইতে অক্ষয় সুখ হয় ঐ সুখের কারণকে ধর্ম্ম বলে (২২)। ঐ ধর্ম্ম জীবে থাকে। দুঃখের কারণকে অধর্ম্ম বলে(২৩)। উহাও জীবে থাকে। বেগ, ভাবনা, স্থিতি-স্থাপকতা; এই তিনের সমষ্টিকে সংস্কার বলে (২৪)। উহা তিন প্রকার। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, মন এই পাঁচ বস্তুতে বেগ-সংস্কার থাকে। যাহা দ্বারা পূর্ব্ব সংস্কার স্মরণ থাকে তাহাকে ভাবনা-সংস্কার বলে। ঐ ভাবনা আত্মায় থাকে। প্রথমে বস্তু যেরূপ ছিল পরে যে গুণ দ্বারা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহাকে স্থিতি-স্থাপক সংস্কার গুণ বলে। যেমন বৃক্ষের শাখা অবনত করিয়া ছাড়িয়া দিলে উহা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এইরূপ সংস্কারকে স্থিতি স্থাপক সংস্কার বলে। ইহা পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারি দ্রব্যে থাকে। অপর কোন্ গুণ, কোন্ দ্রব্যে থাকে, তাহা লিখিত হইতেছে।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব ও সংস্কার। এই চতুর্দ্দশ গুণ পৃথিবীতে থাকে। এই চতুর্দ্দশ গুণ মধ্যে গন্ধ গুণ পৃথক্ করিয়া গন্ধের পরিবর্ত্তে স্নেহ মিলিত করিলে জল স্থিত চতুর্দ্দশ গুণ-ব্যাখ্যা পূর্ণ হয়। পৃথিবী-স্থিত গুণ মধ্যে গন্ধ, রস ও গুরুত্ব এই তিন গুণ পরিত্যাগ করিলে অবশিষ্ট একাদশ গুণ তেজে থাকে। সুবর্ণ, রৌপ্য, হীরকাদি রত্নের যে ভার (গুরুত্ব) তাহা পৃথ্বীর গুণ। স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও সংস্কার, এই নয় গুণ বায়ুতে থাকে। শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ, এই ছয় গুণ আকাশে থাকে। ইহাদিগের মধ্য হইতে শব্দ গুণ পরিত্যক্ত হইলে অবশিষ্ট পঞ্চ গুণ, কাল ও দিকে থাকে। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সংস্কার এই নয়গুণ, এবং দিকৃস্থিত পঞ্চগুণ সমগ্রে চতুর্দ্দশ গুণ আত্মায় থাকে।

বুদ্ধি, ইচ্ছা, প্রযত্ন, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, এই অষ্ট গুণ পরমাত্মাতে থাকে।

চতুর্ব্বিংশতি গুণ সম্পূর্ণ।

কর্ম্ম নিরূপণ।

কর্ম্ম পঞ্চ প্রকার। উৎক্ষেপণ (ঊর্দ্ধে প্রক্ষেপ) অবক্ষেপণ (অধঃ নিক্ষেপ) আকুঞ্চন (সঙ্কোচন করা) প্রসারণ (বিস্তৃতি করা) গমন (গতি) এই সকলে, ভেদ হেতু, উৎক্ষেপণ আদি পঞ্চ জাতি থাকে। ঐ পঞ্চ প্রকারের কর্ম্ম; পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মন এই পঞ্চ পদার্থে থাকে। উহাদের কার্য্য অনিত্য। দৃষ্ট বস্তুতে দেখা যায় অদৃষ্ট বস্তুতে দেখা যায় না। সংযোগে ও প্রেরণাতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাকে উৎক্ষেপণ কহে। যেমন ইষ্টকখণ্ড প্রক্ষেপ করিলে, উহা কিয়ৎদূর গমন করে। (এইরূপ কর্ম্ম বেগ-সংস্কার দ্বারা উৎপন্ন হয়।) প্রথম ক্ষণে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় ক্ষণে হস্তের সহিত ইষ্টকের পৃথকত্ব সম্পাদিত হয়। তৃতীয় ক্ষণে ঐ ইষ্টক যে স্থানে পূর্ব্বে ছিল তাহার যোগ নষ্ট হয়। চতুর্থ ক্ষণে ঐ ইষ্টক উত্তর স্থানে গমন করে। পঞ্চম ক্ষণে ক্রিয়ার বিভাগের সংযোগ উৎপন্ন হয়। অবশিষ্ট সর্ব্ব প্রকার কর্ম্ম গমনান্তর্গত, তন্নিমিত্ত তাহাদিগের বিষয় স্বতন্ত্র লিখিত হইল না।

কর্ম্ম নিরূপণ সমাপ্ত।

সামান্য (জাতি) নিরূপণ।

যাহা নিত্য এবং অদ্বিতীয় আর অনেক দ্রব্যে থাকে তাহাকে জাতি বলে। জাতি; পর (বড়) অপর (ছোট) পরাপর (কোন বস্তু হইতে বড়, কোন বস্তু হইতে ছোট)। এই তিনভাগে বিভক্ত। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিনে থাকে। সত্ত্বাজাতি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ (যেমন ব্রহ্মসত্ত্বাদি) ঘটত্বজাতি (যেমন ঘটেতেই থাকে) ইহা সর্ব্বাপেক্ষা ছোট। দ্রব্যগুণত্ব ও কর্ম্মত্ব, এই জাতি, সত্ত্বাজাতি অপেক্ষা ক্ষুদ্র। কিন্তু পৃথিব্যাদিতে বৃহৎ (যেমন অট্টালিকা ইত্যাদি)। যে স্থানে জাতি নাই তাহা লিখিত হইতেছে।

যে স্থানে একই বিদ্যমান সেই স্থানে জাতি হয় না। যেমন আকাশ ও কাল। আর তুল্য বস্তুতে জাতি হয় না। যেমন পক্ষীত্ব, খেচরত্ব ইহারা তুল্য, ইহাদিগের দুই গণনা করা যায় না। কল্যাণেও জাতি নাই। যেমন ইন্দ্রিয়ত্ব জাতি নয়। পৃথিবীতে জল ইত্যাদি তত্ত্বমিশ্রিত থাকা হেতু উহারও জাতি হইতে পারে না। প্রলয়কালে পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু প্রভৃতি পরমাণুরূপে বর্ত্তমান থাকে। যে সময় সৃষ্টি আরম্ভ হয় সেই সময় ঐ সকল পরমাণু মিলিত হয়। সৃষ্টির সময় যাহার যে পরমাণু তাহা তাহাতে মিলিত হয়। এক প্রকারের পরমাণু অপর প্রকার পরমাণুর সহিত মিলিত হয় না (এক তত্ত্বের পরমাণু

অপর তত্ত্বের পরমাণুর সহিত যে, মিলিত হয় না) ইহাই বিশেষ। বিশেষে বিশেষত্ব মান্য করার কোন প্রয়োজন দৃষ্টিগোচর হয় না। কেননা দেহ ব্যতীরেকে জাতি কাহার আশ্রয়ে থাকিবে? যেমন সমবায়তে সমবায়ত্ব হয় না। সমবায় এই সংজ্ঞাকে নিত্য সম্বন্ধ বলে।

সামান্য (জাতি) নিরূপণ সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

সংশয়; প্রমাণ ও প্রমেয় হইতে স্বতন্ত্র। এই জন্য উহাকে পৃথক বলিয়া মান্য করা হইয়াছে। যে নিমিত্ত কোন বিষয় করা যায়, সেই নিমিত্তকে, প্রয়োজন বলে। প্রয়োজন এক প্রকার নহে এইজন্য তাহাকে পৃথক্ মান্য করা হইয়াছে। বাদী ও প্রতিবাদীর স্বীকৃত বিষয়কে দৃষ্টান্ত বলে। উহাও এক প্রকার নয় বলিয়া উহাকেও পৃথক্ বলিয়া মান্য করা গিয়াছে। যাহা সকলে মান্য করে তাহাকে সিদ্ধান্ত বলে; উহা এক প্রকার নহে, এজন্য উহাকেও স্বতন্ত্র মান্য করা হইয়াছে। অংশকে অবয়ব বলে, উহাও এক প্রকার নহে এ নিমিত্ত উহাকেও স্বতন্ত্র বলিয়া মান্য করা হইয়াছে। তর্ক এক প্রকার নয় বলিয়া উহাকে ভিন্ন মান্য করা হইয়াছে। নির্ণয় নিশ্চয়কে বলে, উহা প্রমাণ হইবার পশ্চাৎ হয়